

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি
চতুর্থ শ্রেণি



বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ وَالْتَّجْوِيدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি
চতুর্থ শ্রেণি

রচনা ও সংকলন

মাওলানা মোহাম্মদ ইসরাইল হুসাইন
ড. মাওলানা হুসাইন মাহমুদ ফারংক
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ

সম্পাদনা

আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : , ২০১৭

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নৈতিকতা-সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিন্দা ও বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আচ্ছা রেখে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পছাড় জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী করে সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা-ধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে প্রকৃত করে দেশপ্রেম ও মানবতাৰোধ জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমন্ত্র জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রগতি হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্বজড়িতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর পঠন শিক্ষা, বিশুদ্ধ তেলাওয়াত এবং এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে “কুরআন মাজিদ ও তাজিদ” পাঠ্যপুস্তকটি প্রয়োজন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ক্রটিযুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংক্রান্তে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলক্রটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর এ. কে. এম. ছায়েফ উল্যা
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক	অধ্যায় / পাঠ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	১ম অধ্যায়	নাজেরা পঠন	১
২	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের শুরুত্ব ও ফজিলত	১
৩	২য় পাঠ	সুরাতুল মুজাহিদিল	২
৪	৩য় পাঠ	সুরাতুল মুদ্দাছছির	৫
৫	৪র্থ পাঠ	সুরাতুল কিয়ামাহ	৮
৬	৫ম পাঠ	সুরাতুল দাহর	১১
৭	৬ষ্ঠ পাঠ	সুরাতুল মুরসালাত	১৪
৮	৭ম পাঠ	সুরাতুল নাবা	১৭
৯	৮ম পাঠ	সুরাতুল নাজিয়াত	১৯
১০	৯ম পাঠ	সুরাতুল আবাসা	২২
১১	১০ম পাঠ	সুরাতুল তাকভির	২৫
১২	১১শ পাঠ	সুরাতুল ইনফিতার	২৭
১৩	১২শ পাঠ	সুরাতুল মুতাফফিফিন	২৮
১৪	১৩শ পাঠ	সুরাতুল ইনশিকাক	৩১
১৫	১৪শ পাঠ	কুরআন মাজিদ পরিচিতি	৩৩
১৬	২য় অধ্যায়	হিফজ ও লেখা	৩৬
১৭	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদ হিফজ করা এবং লেখার শুরুত্ব ও ফজিলত	৩৬
১৮	২য় পাঠ	সুরাতুল যিল্যাল	২৮
১৯	৩য় পাঠ	সুরাতুল আদিয়াত	২৯
২০	৪র্থ পাঠ	সুরাতুল কারিয়া	৪০
২১	৫ম পাঠ	সুরাতুল তাকাছুর	৪১
২২	৬ষ্ঠ পাঠ	সুরাতুল আসর	৪১
২৩	৭ম পাঠ	সুরাতুল হুমাজাহ	৪২
২৪	৩য় অধ্যায়	তাজভিদ	৪৭
২৫	১ম পাঠ	ইলমে তাজভিদের শুরুত্ব ও ফজিলত	৪৭
২৬	২য় পাঠ	মাখরাজ	৪৮
২৭	৩য় পাঠ	মাদ্দ	৪৯
২৮	৪র্থ পাঠ	নুন সাকিন ও তানভিন	৫০
২৯	৫ম পাঠ	মিম সাকিন	৫৩
৩০	৬ষ্ঠ পাঠ	ওয়াজির শুল্লাহ	৫৪
৩১	৭ম পাঠ	রা (্র) হরফের পোর ও বারিক	৫৪
৩২	৮ম পাঠ	ঝ়া শব্দের লাম (়) হরফের পোর ও বারিক	৫৫
৩৩		নমুনা প্রশ্ন	৫৯
৩৪		শিক্ষক নির্দেশিকা	৬০

১ম অধ্যায়

নাজেরা পঠন

শিক্ষক নির্দেশিকা:

শিক্ষক মহোদয় এ অধ্যায় পাঠ দানের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বানান না করেই দেখে দেখে সহিতভাবে কুরআন মাজিদ পড়তে পারে সেদিকে নজর রাখবেন। প্রতিদিন অঙ্গ অঙ্গ করে সহিতভাবে দেখে পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তার সাথে পড়তে বলবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআন মাজিদ শেষনবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর অবতারিত আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী। মানব জাতিকে সুপথে পরিচালিত করার জন্যই এর অবতারণা। এ কুরআন মোতাবেক জীবন চালাতে হলে একে বুঝতে হবে। আর একে বুঝতে হলে তেলাওয়াত করতে হবে। তাই কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম।

মহানবি (ﷺ) এর যে চারটি কর্মপন্থীর কথা কুরআন মাজিদের এক আয়াতে আলোচিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমটি হলো কুরআন তেলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন، **يَتَكُلُّونَ عَلَيْهِمْ بِيُتْرِهِ**। তিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন।

অপর এক আয়াতে নবি করিম (ﷺ) কে নিজের উপর নাজিলকৃত অহি তেলাওয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন- **إِنَّمَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ** কিতাব থেকে আপনার নিকট যা অহি করা হয়েছে, আপনি তা তেলাওয়াত করুন।

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে মহানবি (ﷺ) বলেন-

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُরْآنَ وَيَعْتَنَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرٌ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)

যে ব্যক্তি কুরআন মাজিদ পড়ে এবং সে তাতে অভিজ্ঞ, তার হাশর হবে নেককার অহি লেখক সাহাবিদের সাথে। আর যে ব্যক্তি তো তো করে কষ্ট করে কুরআন মাজিদ পড়ে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে-

مَنْ قَرَا حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْحَرْفَ وَلِكِنَ الْأَلْفُ حَرْفٌ وَلَامُ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ (رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে একটি হরফ পড়বে, সে তার বিনিময়ে একটি নেকি লাভ করবে এবং একটি নেকিকে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আমি বলি না ম একটি হরফ। বরং ।
একটি হরফ, ল একটি হরফ এবং ম একটি হরফ।

আমাদের উচিত বেশি বেশি কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা।

২য় পাঠ

সুরাতুল মুজাম্বিল (৭৩), মকায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -২০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا يَاهَا الْمُزَمِّلُ [۱] ﴿۱﴾ قُمِ الْيَلَّا إِلَّا قَلِيلًا [۲] ﴿۲﴾ نِصْفَهُ أَوِ
إِنْقُضُ مِنْهُ قَلِيلًا [۳] ﴿۳﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿۵﴾ إِنَّ نَاسِئَةَ الْيَلِّ
هِيَ أَشَدُّ وَطَأً وَأَقْوَمُ قِيلًا [۶] ﴿۶﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبِّحًا
طَوِيلًا [۷] ﴿۷﴾ وَادْعُ كُرِّ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّتَّلْ إِلَيْهِ تَبُتْتِيلًا [۸] ﴿۸﴾

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾
 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَيْلًا ﴿١٠﴾
 وَدَرِنِي وَالْمُكَدِّرِ بَيْنَ أُولَى النَّعَمَةِ وَمَهْلُكُهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ
 لَدِينَنَا آنَّكَالًا وَجَحِيمًا [ل] ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةً وَعَذَابًا
 أَلِيمًا [ق] ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ وَكَانَتِ الْجِبالُ
 كَثِيرِيًّا مَهِيلًا ﴿١٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا [ه] شَاهِدًا
 عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا [ط] ﴿١٥﴾ فَعَصَى
 فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ
 تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلَدَانَ شِيْبَانِ [ق] ﴿١٧﴾
 السَّيَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ [ط] كَانَ وَعْدَهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَذِهِ
 تَذْكِرَةٌ [ج] فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا [ع] ﴿١٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ

يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنِي مِنْ ثُلُثِي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَةَ وَطَافِفَةً
 مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ [ط] وَاللَّهُ يُقْدِرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ [ط] عَلِمَ أَنْ لَنْ
 تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [ط]
 عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضٌ [لا] وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
 الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [لا] وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ [ز] فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [لا] وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَأْتُوا الزَّكُوْةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنَا [ط] وَمَا تُقْدِمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
 [ط] وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ [ط] إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [ع] { ٢٠ }

৩য় পাঠ

সুরাতুল মুদ্দাহছির (৭৪), মকাব অবতীর
রংকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -৫৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا يَاهَا الْمُدَّثِرُ [ا] ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ [ص/٢] ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِيرُ [ص/١]
 ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ [ص/٣] ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ [ص/٤] ﴿٥﴾ وَلَا
 تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ [ص/٥] ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ [ط] ﴿٧﴾ فَإِذَا نُقْرَ
 فِي النَّاقُورِ [ا] ﴿٨﴾ فَذِلِكَ يَوْمٌ مِّنْ يَوْمٍ عَسِيرٍ [ا] ﴿٩﴾ عَلَى
 الْكُفَّارِ يَوْمَ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا [ا]
 ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا [ا] ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا [ا]
 ﴿١٣﴾ وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا [ا] ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْبَعُ أَنْ أَزِيدَ [ق/١]
 ﴿١٥﴾ كَلَّا [ط] إِنَّهُ كَانَ لَا يُتَنَا عَنِيدًا [ط] ﴿١٦﴾ سَارُهُقُهُ
 صَعُودًا [ط] ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ [ا] ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ

﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ [ا] ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ [ا] ﴿٢١﴾
 ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ [ا] ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ [ا] ﴿٢٣﴾
 فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثِرُ [ا] ﴿٢٤﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ
 الْبَشَرِ [ط] ﴿٢٥﴾ سَأْصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا آدْرَاكَ مَا سَقَرُ
 [ط] ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ [ج] ﴿٢٨﴾ لَوْاحَةٌ لِّلْبَشَرِ [ج]
 ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةٌ عَشَرَ [ط] ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ
 النَّارِ إِلَّا مَلِئَكَةً [ص] وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ
 كَفَرُوا [ا] لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ
 أَمْنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ [ا]
 وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكُفَّارُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
 بِهِذَا مَثَلًا [ط] كَذِلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

[٦] وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ [ط] وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْبَشَرِ
 [٧] {٣١} كَلَّا وَالْقَمَرِ [لا] {٣٢} وَاللَّيلِ إِذْ أَدْبَرَ [لا] {٣٣}
 وَالصُّبْحِ إِذَا آسَفَرَ [لا] {٣٤} إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ [لا] {٣٥}
 نَذِيرًا لِلْبَشَرِ [لا] {٣٦} لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ
 يَتَأَخَّرَ [ط] {٣٧} كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَيْنِ كَسَبَتُ رَهِينَةً [لا] {٣٨} إِلَّا
 أَصْحَابَ الْيَمِينِ [ط ٠] {٣٩} فِي جَنَّتٍ [قـ] يَتَسَاءَلُونَ [لا]
 {٤٠} عَنِ الْجُرْمِينَ [لا] {٤١} مَا سَلَكُوكُمْ فِي سَقَرَ {٤٢}
 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [لا] {٤٣} وَلَمْ نَكُ نُطِعْمُ
 الْبِسْكِينَ [لا] {٤٤} وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ [لا] {٤٥}
 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ [لا] {٤٦} حَتَّىٰ اتَّنَا الْيَقِينُ [ط]
 {٤٧} فَيَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفِيعِينَ [ط] {٤٨} فَمَا لَهُمْ عَنِ

الْتَّذْكِرَةُ مُعْرِضِينَ [ل] ﴿٤٩﴾ كَانُهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ [ل]
 ﴿٥٠﴾ فَرَّتُ مِنْ قَسْوَرَةٍ [ط] ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِيٍّ مِّنْهُمْ
 أَنْ يُؤْتِي صُحْفًا مُّنَشَّرًا [ل] ﴿٥٢﴾ كَلَّا [ط] بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ
 ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ [ج] ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ [ط] ﴿٥٥﴾
 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [ط] هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ
 ﴿٥٦﴾ الْبَغْفَرَةِ [ع]

৪ৰ্থ পাঠ

সুরাতুল কিয়ামাহ (৭৫), মক্কায় অবতীর্ণ
 রুকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -৮০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ [ل] ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ [ط]
 ﴿٢﴾ أَيْخُسْبُ الْإِنْسَانُ لَنْ نَجْمِعَ عِظَامَهُ [ط] ﴿٣﴾ بَلْ قُدْرَيْنَ
 عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ [ج]

﴿٥﴾ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ [ط] ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ [لا]
 ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَبَرُ [لا] ﴿٨﴾ وَجْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ [لا] ﴿٩﴾
 يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَيْدِي أَيْنَ الْمَفَرُ [ج] ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ [ط]
 ﴿١١﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَيْدِي الْمُسْتَقَرُ [ط] ﴿١٢﴾ يُنَبِّئُونَ الْإِنْسَانُ
 يَوْمَيْدِمْ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ [ط] ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ
 بَصِيرَةٌ [ط] ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَةً [ط] ﴿١٥﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ
 إِلَيْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ [ط] ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَ قُرْآنَهُ [ج]
 ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعْ قُرْآنَهُ [ج] ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [ط]
 ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ [لا] ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ [ط]
 ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَيْدِنَاضِرَةٌ [لا] ﴿٢٢﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [ج] ﴿٢٣﴾
 وَوُجُوهٌ يَوْمَيْدِنَبَاسِرَةٌ [لا] ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ [ط]

۲۵ ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ [ل] ۲۶ ﴿ وَقِيلَ مَنْ سَعَ رَاقِ [ل] ۲۷ ﴿
 ۲۸ ﴿ وَكَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ [ل] ۲۹ ﴿ وَالْتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ [ل] ۳۰ ﴿ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى [ل]
 إِلَيْ رَبِّكَ يَوْمَئِدِينِ الْمَسَاقُ [ط] ۳۱ ﴿ وَلِكُنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى [ل] ۳۲ ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى آهْلِهِ يَتَمَطَّلُ
 [ط] ۳۳ ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى [ل] ۳۴ ﴿ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى [ط] ۳۵ ﴿
 آيَ حَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدًى [ط] ۳۶ ﴿ أَلْمُ يَكُ نُظْفَةً
 مِنْ مَنِيٍّ يُمْنِي [ل] ۳۷ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْيَ [ل]
 ۳۸ ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجِينِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى [ط] ۳۹ ﴿ أَلَيْسَ
 ذَلِكَ بِقُدْرَةٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى [ع] ۴۰ ﴿

৫ম পাঠ

সুরাতুদ দাহর (৭৬), মদিনায় অবতীর্ণ
রংকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -৩১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا
مَّذْ كُوْرَا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ [٦]
نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ
إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ إِنَّا آعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ يَوْمَ سَلْسِلَاتٍ
وَأَغْلَلَّا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ
مِزَاجَهَا كَافُورًا [ج] ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ
يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُؤْفُونَ بِالنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ
شَرًّا مُّسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ
يَتِيمًا وَآسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ

جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
 قَيْطَرِيًّا ﴿١٠﴾ فَوَقْتُهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذِلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَهُمْ نَصْرَةً
 وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزْنَهُمْ بِئْنَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا [ا]
 ﴿١٢﴾ مُتَّكِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرْأَيِّكِ [ج] لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمِسًا
 وَلَا زَمْهَرِيًّا [ج] ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَّلُهَا وَذِلِّكُ
 قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ
 أَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيًّا [ا] ﴿١٥﴾ قَوَارِيًّا مِنْ فِضَّةٍ قَدَارُوهَا
 تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زُنجِيلًا
 [ج] ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيْهَا تُسْتَى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ
 عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ [ج] إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْلَاءً
 مَنْثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيَّا وَمُلْكًا كَبِيرًا
 ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُندُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبَرَقٌ [ا] وَحَلْوَا

أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ [ج] وَسَقْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ
 هُذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا
 نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا [ج] فَاصْبِرْ لِحُكْمِ
 رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَثِمًا أَوْ كَفُورًا [ج] ﴿٢٤﴾ وَإِذْ كُرِّ اسمَ
 رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [ج] ﴿٢٥﴾ وَمِنَ الْيَلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ
 لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هُؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ
 وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَاهُمْ
 أَسْرَهُمْ [ج] وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هُذِهِ
 تَذْكِرَةٌ [ج] فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا
 تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [ط] إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ حَكِيمًا [ق]
 ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ [ط] وَالظَّالِمِينَ أَعْدَ لَهُمْ
 عَذَابًا أَلِيمًا [ع] ﴿٣١﴾

৬ষ্ঠ পাঠ

সুরাতুল মুরসালাত (৭৭), মকায় অবতীর্ণ
রংকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -৫০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلِتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَالْعَصِيفَتِ عَصْفًا ﴿٢﴾
وَالنَّشَرَاتِ نَشَرًا ﴿٣﴾ فَالْفِرِقَتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُلْقَيْتِ
ذِكْرًا ﴿٥﴾ عَذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تُوَعَّدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾
فَإِذَا النُّجُومُ طِبَسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فِرَجَتْ ﴿٩﴾
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتْ [ط]
لَا يَوْمٌ أَجِلَتْ [ط] لِيَوْمِ الْفَصْلِ [ج] ﴿١٢﴾
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ [ط] ﴿١٤﴾ وَيُلِّيُّ يَوْمَ مِيزِيلِلِمِكَنِيلِينَ
أَكْمَنْ هَلِكِ الْأَوَّلِينَ [ط] ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ
كَذِلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيُلِّيُّ يَوْمَ مِيزِيلِينَ

لِلّٰهِ كَذِّبُونَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِّنْ مَّا يَعْلَمُونَ [لَا] ﴿٢٠﴾
 فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ [لَا] ﴿٢١﴾ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ [لَا] ﴿٢٢﴾
 فَقَدَرْنَا [أَقْ] ۝ فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيُلِّيْلُ يَوْمَيْنِ لِلّٰهِ كَذِّبُونَ
 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَافًا ﴿٢٤﴾ أَحْيَاءً وَآمْوَاتًا [لَا]
 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شِيفَتٍ وَآسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا
 وَيُلِّيْلُ يَوْمَيْنِ لِلّٰهِ كَذِّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنْظَلِقُوا إِلَى مَا
 كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ [أَنْ] ۝ إِنْظَلِقُوا إِلَى ظَلٍّ ذِي ثَلَاثٍ شَعَبٍ
 لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَ بِ[أَنْ] ۝ إِنَّهَا تَرْمِي
 بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ [أَنْ] ۝ كَانَهُ جِلَّتْ صُفْرٌ [أَنْ] ۝ وَيُلِّيْلُ
 يَوْمَيْنِ لِلّٰهِ كَذِّبُونَ ﴿٣٤﴾ هُذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ [لَا] ﴿٣٥﴾
 وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيُلِّيْلُ يَوْمَيْنِ لِلّٰهِ كَذِّبُونَ

﴿٣٧﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ [ج] جَمَعْنَاهُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ
 كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوهُنَّ ﴿٣٩﴾ وَإِلٰهٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظَلَلٍ وَعُيُونٍ [لا] ﴿٤١﴾ وَفَوَّا كَهَ مِمَّا
 يَشْتَهُونَ [ط] ﴿٤٢﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَإِلٰهٌ يَوْمَئِذٍ
 لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ
 وَإِلٰهٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَعُوا
 لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِلٰهٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ
 حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ [ع] ﴿٥٠﴾

৭ম পাঠ

সুরাতুন নাবা (৭৮), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -৮০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ [ج] {١} عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ [لَا] {٢} الَّذِي
هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ [ط] {٣} كَلَّا سَيَعْلَمُونَ [لَا] {٤} ثُمَّ كَلَّا
سَيَعْلَمُونَ {٥} أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا [لَا] {٦} وَالْجِبَارَ
أُوتَادًا [ص] {٧} وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا [لَا] {٨} وَجَعَلْنَا نُومَكُمْ
سُبَاتًا [لَا] {٩} وَجَعَلْنَا الْيَلَ لِبَاسًا [لَا] {١٠} وَجَعَلْنَا النَّهَارَ
مَعَاشًا [ص] {١١} وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا [لَا] {١٢} وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا [ص] {١٣} وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ
مَاءً ثَجَاجًا [لَا] {١٤} لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّاً وَنَبَاتًا [لَا] {١٥} وَجَنَّتِ آفَافًا [ط] {١٦} إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا [لَا]

۱۷ ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾ [۱۸]
 وَفُتْحٌ السَّيَاءُ فَكَانَتْ أُبَوَابًا [۱۹] ﴿ وَسُيُّرَتِ الْجِبَالُ
 فَكَانَتْ سَرَابًا [۲۰] ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا [ص/۱]
 لِلَّطَّاغِينَ مَابًا [۲۱] ﴿ لُبِثْتُ فِيهَا آخْقَابًا [ج]
 لَا يَذْدُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا [۲۳] ﴿ لَا حَمِيمًا
 وَغَسَاقًا [۲۴] ﴿ جَزَاءً وِفَاقًا [۲۵] ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا
 يَرْجُونَ حِسَابًا [۲۶] ﴿ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا [۲۷]
 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتْبًا [۲۸] ﴿ فَذُو قُوًا فَلَنْ نَزِيدَ كُمْ
 لَا عَذَابًا [۲۹] ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا [۳۰] ﴿ حَدَّا إِيقَنَ
 وَأَعْنَابًا [۳۱] ﴿ وَكَوَاعِبَ أَتَرَابًا [۳۲] ﴿ وَكُاسَادِهَاقًا [۳۳]
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَابًا [۳۴] ﴿ جَزَاءً

مِنْ رَبِّكَ عَظَاءً حِسَابًا [ا] ﴿٣٦﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا [ج] ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ
الرُّوحُ وَالْمَلِائِكَةُ صَفَّا [ط/ق/] لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ [ج] فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا آنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا [ج]
يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَقُولُ الْكُفَّارُ يَلْيَئُنَّ كُنْثَ
تُرْبَابًا ﴿٤٠﴾

৮ম পাঠ

সুরাতুন নাযিয়াত (৭৯), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০২, আয়াত সংখ্যা -৪৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنُّزُغَتِ غَرْقًا [ا] ﴿١﴾ وَالنِّشْطَتِ نَشْطًا [ا] ﴿٢﴾
وَالسُّبْحَتِ سَبْحًا [ا] ﴿٣﴾ فَالسُّبْقَتِ سَبْقًا [ا] ﴿٤﴾

فَالْمُدِبِّرُتِ أَمْرًا [م] ۝ ۵ ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ [ل] ۶ ۝
 تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ [ط] ۷ ۝ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ [ل] ۸ ۝
 أَبْصَارٌ هَا خَائِشَةٌ [م] ۹ ۝ يَقُولُونَ عَانِا لَمْرُدُودُونَ فِي
 الْحَافِرَةِ [ط] ۱۰ ۝ عَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً [ط] ۱۱ ۝ قَالُوا
 تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ [م] ۱۲ ۝ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ [ل] ۱۳ ۝
 فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ [ط] ۱۴ ۝ هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ
 مُوسَى [م] ۱۵ ۝ إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمَقَدَّسِ طَوَّى [ج] ۱۶ ۝
 إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى [ز] ۱۷ ۝ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى آنَّ
 تَزَكِّيَ [ل] ۱۸ ۝ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخُشِّي [ج] ۱۹ ۝
 فَكَارَهُ الْأَيَّةَ الْكُبْرَى [ز] ۲۰ ۝ فَكَذَّبَ وَعَصَى [ز] ۲۱ ۝
 ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى [ز] ۲۲ ۝ فَحَشَرَ فَنَادَى [ز] ۲۳ ۝

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى [ذٰلِكَ] ۝ ۲۴ ۝ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأُخْرَةِ
وَالْأُولَى [طٌ] ۝ ۲۵ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشِي [طٌ عٌ]
۝ ۲۶ ۝ إَنَّتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِّ السَّمَاءِ [طٌ بَنَهَا] ۝ ۲۷ ۝ رَفَعَ
سَيْكَهَا فَسَوَّهَا [لا] ۝ ۲۸ ۝ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا [صٌ]
۝ ۲۹ ۝ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَهَا [طٌ] ۝ ۳۰ ۝ أَخْرَجَ مِنْهَا
مَاءَهَا وَمَرْعَهَا [صٌ] ۝ ۳۱ ۝ وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا [لا] ۝ ۳۲ ۝ مَتَاعًا
لَكُمْ وَلِإِنْعَامِكُمْ [طٌ] ۝ ۳۳ ۝ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبُرَى [ذٰلِكَ]
۝ ۳۴ ۝ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى [لا] ۝
وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ۝ ۳۶ ۝ فَآمَّا مَنْ طَغَى [لا] ۝ ۳۷ ۝
وَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا [لا] ۝ ۳۸ ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى [طٌ]
۝ ۳۹ ۝ وَآمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوْى

[٤٠] ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى [ط] ۝ يَسْعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا [ط] ۝ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا [ط] ۝ ۷
[٤١] ۝ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَهَا [ط] ۝ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَهَا [ط] ۝ ۸
[٤٢] ۝ كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوْا إِلَّا عَيْشَيَّةً
[٤٣] ۝ ۹
[٤٤] ۝ أَوْ صُحَّهَا [ع] ۝ ۱۰

৯ম পাঠ

সুরাতু আবাসা (৮০), মকায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -৪২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّ [ا] ۝ ۱﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى [ط] ۝ ۲﴾ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّهُ يَزَّكَّى [ط] ۝ ۳﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرُى [ط] ۝ ۴﴾ أَمَّا
مَنِ اسْتَغْفَلَ [ا] ۝ ۵﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصْدِى [ط] ۝ ۶﴾ وَمَا عَلَيْكَ

أَلَا يَرَكُ [ط] ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى [لا] ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشِي
 [لا] ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهُ [ج] ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذُكْرَةٌ [ج]
 ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ [ما] ﴿١٢﴾ فِي صُحْفٍ مُّكَرَّمَةٍ [لا]
 ﴿١٣﴾ مَرْفُوعَةٍ مُّظَهَّرَةٍ [لا] ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ [لا] ﴿١٥﴾
 كَرَامٍ بَرَرَةٍ [ط] ﴿١٦﴾ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا آكْفَرَهُ [ط] ﴿١٧﴾
 مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ [ط] ﴿١٨﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ [ط] خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ [لا]
 ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِيرَهُ [لا] ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَاقْبَرَهُ [لا]
 ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ انْشَرَهُ [ط] ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَيَأْقُضِي مَا أَمْرَهُ [ط]
 ﴿٢٣﴾ فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ [لا] ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبَنَا
 الْبَاءَ صَبَّا [لا] ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا [لا] ﴿٢٦﴾
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا [لا] ﴿٢٧﴾ وَعَنَّا وَقَضَبَّا [لا] ﴿٢٨﴾

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا [ل] {٢٩} وَحَدَائِقَ غُلْبًا [ل] {٣٠} وَفَاكِهَةَ
 وَأَبَابًا [ل] {٣١} مَتَاعًا كُمْ وَلَا نَعَامِكُمْ [ل] {٣٢} فَإِذَا جَاءَتِ
 الصَّالِحَةُ [ز] {٣٣} يَوْمَ يَغْرِي الرُّمُءُ مِنْ أَخِيهِ [ل] {٣٤} وَأُمِّهِ
 وَأَبِيهِ [ل] {٣٥} وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ [ط] {٣٦} لِكُلِّ امْرِئٍ
 مِنْهُمْ يَوْمَيْنِ شَانٌ يُغْنِيهِ [ط] {٣٧} وَجُوهٌ يَوْمَيْنِ مُسْفِرَةٌ
 [ل] {٣٨} ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشَرَةٌ [ج] {٣٩} وَجُوهٌ يَوْمَيْنِ
 عَلَيْهَا غَبَرَةٌ [ل] {٤٠} تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ [ط] {٤١} أُولَئِكَ هُمُ
 الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ [ع] {٤٢}

১০ম পাঠ

সুরাতুত তাকভির (৮১), মকায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -২৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا الشَّسْسُ كُوِرَتْ [ص/١] ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ [ص/٢]
 ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ [ص/٣] ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ [ص/٤]
 ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ [ص/٥] ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبَحَارُ
 سُجِّرَتْ [ص/٦] ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ [ص/٧] ﴿٧﴾ وَإِذَا
 الْمَوْعِدَةُ سُعِلَتْ [ص/٨] ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ [ج] ﴿٩﴾ وَإِذَا
 الصُّحْفُ نُشِرَتْ [ص/١٠] ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ [ص/١١]
 ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَهَنَّمُ سُعِرَتْ [ص/١٢] ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزِلَفَتْ
 [ص/١٣] ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا آخْضَرَتْ [ج] ﴿١٤﴾ فَلَا أُقْسِمُ

بِالْخُنَّسِ [ل] ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ [ل] ﴿١٦﴾ وَاللَّيلِ إِذَا
 عَسَعَ [ل] ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ [ل] ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ
 رَسُولٍ كَرِيمٍ [ل] ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
 [ل] ﴿٢٠﴾ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ [ط] ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ
 بِهِجَنُونٍ [ج] ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينٍ [ج] ﴿٢٣﴾ وَمَا
 هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ [ج] ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقُولٍ شَيْطَنٍ
 رَّجِيمٍ [ل] ﴿٢٥﴾ فَإِنَّ تَذَهَّبُونَ [ط] ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
 لِلْعَلَّيْنِ [ل] ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ [ط]
 ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَّيْنِ [ع] ﴿٢٩﴾

১১শ পাঠ

সুরাতুল ইনফিতার (৮২), মুকায় অবতীর্ণ
রংকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ১৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّيَاءُ انفَطَرَتْ [ل] ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَافِرُ انتَشَرَتْ [ل] ﴿٢﴾
 وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ [ل] ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ [ل] ﴿٤﴾
 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ [ط] ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا
 غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ [ل] ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسُوْلَكَ فَعَدَلَكَ
 [ل] ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَ [ط] ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ
 بِالدِّينِ [ل] ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلِيِّكُمْ لَحَفِظِينَ [ل] ﴿١٠﴾ كِرَامًا
 كَاتِبِينَ [ل] ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي
 نَعِيْمِ [ل] ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيْمِ [ل] ﴿١٤﴾ يَصْلُونَهَا

يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ [ط] ﴿١٦﴾ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ [لا] ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
[ط] ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا [ط] وَالْأَمْرُ
يَوْمَ مِيزِيلِلِهِ [ع] ﴿١٩﴾

১২শ পাঠ

সুরাতুল মুতাফফিফিন (৮৩), মকায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ৩৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيُلْلَمُ لِلْمُظَفِّفِينَ [لا] ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ [ذ] ﴿٢﴾ وَإِذَا كَلُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ [ط]
﴿٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ [لا] ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
[لا] ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ [ط] ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ

كِتَبَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ [ط] {٧} وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ [ط]
 {٨} كِتَبٌ مَرْقُومٌ [ط] {٩} وَيُلَّوْ يَوْمَدِيلْمَكْنِدِيْبِينَ [لا] {١٠}
 الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ [ط] {١١} وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ
 مُعْتَدٍ أَثِيمٍ [لا] {١٢} إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ [ط] {١٣} كَلَّا بَلْ [سَكَنَة] رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
 يَكْسِبُونَ {١٤} كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَدِيلْمَكْنِدِيْبِينَ [ط]
 {١٥} ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ [ط] {١٦} ثُمَّ يُقَالُ هَذَا
 الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ [ط] {١٧} كَلَّا إِنَّ كِتَبَ الْأَبَرَارِ لَفِي
 عَلَيِّيْنَ [ط] {١٨} وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيِّيْونَ [ط] {١٩} كِتَبٌ
 مَرْقُومٌ [لا] {٢٠} يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ [ط] {٢١} إِنَّ الْأَبَرَارَ
 لَفِي نَعِيْمٍ [لا] {٢٢} عَلَى الْأَرَأِيْكَ يَنْظُرُونَ [لا] {٢٣} تَعْرِفُ

فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَةً النَّعِيمِ [ج] {٢٤} يُسْقَوْنَ مِنْ رَحْبِقٍ
 مَخْتُومٍ [ل] {٢٥} خِتْمَةً مِسْكٍ [ط] وَفِي ذَلِكَ فَلَيَتَنَافَسِ
 الْمُتَنَافِسُونَ [ط] {٢٦} وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ [ل] {٢٧}
 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ [ط] {٢٨} إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
 كَانُوا مِنَ الَّذِينَ أَمْنَوْا يَضْحَكُونَ [ذ] {٢٩} وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ
 يَتَغَامِزُونَ [ذ] {٣٠} وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا
 فِي كِهِيْنَ [ذ] {٣١} وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُولُونَ [ل]
 وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حِفْظِيْنَ [ط] {٣٣} فَالْيَوْمَ الَّذِينَ
 أَمْنَوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ [ل] {٣٤} عَلَى الْأَرْأَيِكِ [ل]
 يَنْفُلُونَ [ط] {٣٥} هَلْ تُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [ع] {٣٦}

১৩শ পাঠ

সুরাতুল ইনশিকাক (৮৪), মকায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -২৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّيَاءُ اُشَقَّتْ [ل] {١} وَأَذَنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقْتْ [ل] {٢}

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ [ل] {٣} وَالْقَتُّ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ [ل]

{٤} وَأَذَنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقْتْ [ط] {٥} يَا إِيَّاهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ

كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَذُّحاً فَبِلْقِيْهِ [ج] {٦} فَآمَّا مَنْ أُوتِيَ

كِتَبَهُ بِيَمِيْنِهِ [ج] {٧} فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

[ل] {٨} وَيَنْقَلِبُ إِلَى آهْلِهِ مَسْرُورًا [ط] {٩} وَآمَّا مَنْ أُوتِيَ

كِتَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ [ل] {١٠} فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا [ل] {١١}

وَيَصْلِي سَعِيرًا [ط] {١٢} إِنَّهُ كَانَ فِي آهْلِهِ مَسْرُورًا [ل]

۱۳ ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُوَّرَ [ج/.] ۱۴ ﴿ بَلَى [ج/.] إِنَّ رَبَّهُ
 كَانَ بِهِ بَصِيرًا [ط] ۱۵ ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ [لا] ۱۶ ﴿
 وَالْيَلِ وَمَا وَسَقَ [لا] ۱۷ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ [لا] ۱۸ ﴿
 لَتَرْكِينَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ [ط] ۱۹ ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ [لا]
 ۲۰ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
اسجدة/ط]
 ۲۱ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ [ز/.] ۲۲ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
 بِمَا يُوعِنَ [ز/] ۲۳ ﴿ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [لا] ۲۴ ﴿
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
 ۲۵ ﴿ [ع]

১৪শ পাঠ

কুরআন মাজিদ পরিচিতি

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এটি অবতীর্ণ হয় শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। কুরআন মাজিদের প্রতিটি আয়াতই আল্লাহ তাআলার পরিত্ব বাণী। এ মহাত্মকে মানবজীবনের সংবিধান বলা হয়।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলা বিশেষ সৃষ্টি যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। লাওহে মাহফুজ হতে সর্বপ্রথম সমগ্র কুরআন মাজিদ দুনিয়ার আসমানে অবস্থিত বাইতুল ইজজতে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ফেরেশতা হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রমজান মাসের কদরের রাতে এই আসমানি গ্রন্থখানি নাজিল হয়। কুরআন মাজিদ প্রথম যখন নাজিল হয় তখন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল ৪০ বছর। তিনি তখন মক্কা নগরীর অদূরে জাবালে নুর এর হেরো গুহায় মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে গভীর ধ্যানময় অবস্থায় ছিলেন।

মানব জাতির প্রয়োজনে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ক্রমাগতে এই আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম আল কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সাহাবিগণের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে কুরআনের আয়াতগুলো মুখ্য করার এবং কিছু সংখ্যককে তা লিখে রাখার দায়িত্ব দেন। যারা আল কুরআন মুখ্য করেন তারা হলেন হাফেজ। যারা লেখার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাদেরকে বলা হয় কাতেবে অহি। মোট ৪০ জন কাতেবে অহি এ দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মাজিদকে গ্রহাকারে সংকলন করেন। তাঁর নির্দেশে হজরত যায়েদ বিন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে সংকলনের কাজটি সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের মতভেদ দূর করার জন্য কুরআন মাজিদ এক রীতিতে পঠনের ব্যবস্থা করেন। তিনি কুরাইশি রীতি অনুযায়ী কুরআন মাজিদের সাতটি কপি প্রস্তুত করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেন এবং সকলকে উক্ত রীতি মোতাবেক কুরআন তেলাওয়াত করার আদেশ করেন। এজন্য হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ‘জামেউল কুরআন’ বলা হয়। কুরআন মাজিদে হরকত ও নুকতা সংযোজন করেন হজরত আবুল আসওয়াদ আদদোয়াইলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। মূলত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে তিনি এ কাজটি করেছিলেন। সর্বপ্রথম ১৬৯৪ সালে জার্মানির হামবুর্গ শহরে কুরআন মাজিদ ছাপা হয়।

অনুশীলনী

১। এক কথায় উত্তর দাও :

- ক. কুরআন মাজিদ কী ?
- খ. কুরআন মাজিদ কোন ফেরেশতার মাধ্যমে নাজিল হয়?
- গ. কত বছর ধরে কুরআন মাজিদ নাজিল হয় ?
- ঘ. সর্বপ্রথম কোথায় কুরআন মাজিদ নাজিল হয় ?
- ঙ. কাতেবে অহির সংখ্যা কত জন ?
- চ. জামেউল কুরআন কাকে বলা হয় ?
- ছ. কুরআন মাজিদ প্রথম কোথায় ছাপা হয়?

২। শৃন্যস্থান পূরণ কর :

- ক. কুরআন মাজিদএর উপর নাজিল হয়েছে।
- খ. কুরআন মাজিদ মোটবছর ধরে নাজিল হয়েছে।
- গ. মহানবি (ﷺ) ভাবে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেন।
- ঘ. কুরআন লেখকদেরকে বলা হয়।
- ঙ. গ্রাহকারে কুরআন সংকলনের মূল দায়িত্ব পালন করেন।
- চ.কে জামেউল কুরআন বলা হয়।

৩। সঠিক উত্তরটি লেখ :

- ক. কুরআন কার উপর নাজিল হয়েছে?
 মুসা (عَلِيُّا)/ ইসা (عَلِيُّا)/ মুহাম্মাদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ)
- খ. কার মাধ্যমে কুরআন নাজিল হয়?
 জিবরাইল (عَلِيُّا)/ মিকাইল (عَلِيُّا)/ আযরাইল (عَلِيُّا)

গ. কুরআনে হরকত দেওয়া হয় কার নির্দেশে?

উমর (رضي الله عنه)/ হাজাজ বিন ইউসুফ / আব্দুল্লাহ

ঘ. জামেউল কুরআন কাকে বলা হয়?

হজরত আবু বকর (رضي الله عنه)/ হজরত উমর (رضي الله عنه) / হজরত উসমান (رضي الله عنه)

ঙ. সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনকারী সাহাবির নাম কী?

আবু বকর রা./ উসমান রা./ উমর রা.

চ. কুরআন লেখক সাহাবিদের উপাধি কী?

কাতেবে অহি/ হাফেজ/ মুফাসিসির।

৪। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল কর:

ক্রমিক নং	বাম	ডান
১	কুরআন মাজিদ	২৩ বছর ধরে
২	যে কষ্ট করে কুরআন পড়ে	৩০টি নেকি হবে
৩	المر পড়লে	তার দ্বিতীয় সোয়াব
৪	কুরআন মাজিদ নাজিল হয়	আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী

৫। রচনামূলক প্রশ্ন :

ক. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

খ. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত বর্ণনা কর।

গ. কুরআন মাজিদের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

ঘ. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত সম্পর্কে একটি হাদিস আরবিতে লেখ।

ঙ. المر পাঠ করলে কতটি নেকি লাভ হবে? ব্যাখ্যা কর।

২য় অধ্যায়

হিফজ ও লেখা

শিক্ষক নির্দেশিকা :

ক. শিক্ষক মহোদয় প্রতিদিন অল্প অল্প করে শুক্র উচ্চারণসহ শিক্ষার্থীদের সুরাগুলো মুখস্থ করাবেন। প্রতিদিন পাঠ শুনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ মুখস্থ করার ব্যাপারে তাগিদ সৃষ্টি করবেন। একটি সুরা শেষ হলে সেটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে সকলের কাছ থেকে শোনা নিশ্চিত করবেন।

খ. শিক্ষক মহোদয় প্রতিদিন একটি করে আয়াত বোর্ডে লিখে ছাত্রদের তা অনুসরণ করে লিখতে বলবেন এবং বাড়ি থেকে আয়াতটি কয়েকবার লিখে আনতে বলবেন। এভাবে সুরাটি শেষ হলে পূর্ণাঙ্গ সুরা একবারে লিখতে বলবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদ হিফজ করা এবং লেখার গুরুত্ব ও ফজিলত

ক. হিফজ করার গুরুত্ব ও ফজিলত:

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে অবতারিত মানব জাতির জন্য সর্বশেষ আসমানি কিতাব। তাই কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়ার জন্য তা তেলাওয়াত করা জরুরি। তেলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআন মাজিদের পূর্ণ বা আংশিক মুখস্থ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, প্রয়োজন মতো কুরআন মুখস্থ করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজে আইন। অবশ্য পূর্ণ কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা ফরজে কেফায়া।

কুরআন মাজিদ নাজিলের পরে মহানবি (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে তা লিখে রাখার পাশাপাশি মুখস্থ করারও নির্দেশ দিতেন। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম কুরআন মাজিদ থেকে যতটুকু শিখতেন তা মুখস্থ করেই শিখতেন।

কেননা, প্রবাদ আছে যে، **الْعِلْمُ فِي الصُّدُورِ لَا فِي السُّطُورِ**, অর্থাৎ, এলেম হলো যা বক্ষে থাকে, যা ছত্রে থাকে তা প্রকৃত এলেম নয়। বাংলায় প্রবাদ আছে—

“গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন, নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলে প্রয়োজন।”

তাই কুরআন মাজিদ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ করার দিকটা আমাদের প্রাধান্য দেয়া উচিত। কেননা, সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। আর কুরআন মাজিদ মুখস্থ

পড়া ছাড়া সালাত আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ সালাত আদায়ের সময় কুরআন মাজিদ দেখে পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যায়। কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত প্রসঙ্গে এক

হাদিসে আছে- **إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِزِّبُ قَلْبًا وَعَيْنَ الْقُرْآنَ** (رواه الدارمي عن أبي أمامة رض)

যে অন্তর কুরআন মাজিদ মুখস্থ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে শান্তি দিবেন না।

হ্যরত আলি (رض) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে অতঃপর তা মুখস্থ করে তার পরিবারের এমন দশ জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ করুল করা হবে, যাদের উপর জাহানাম অবধারিত হয়েছিল। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৬৭)

তাই আমাদের উচিত, কুরআন মাজিদ থেকে নিয়মিত সাধ্য অনুযায়ী মুখস্থ করা।

খ. লেখার গুরুত্ব:

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। তাই পাঠ মুখস্থ করার সাথে সাথে তা লেখার গুরুত্ব অপরিসীম। বলা হয়- **الْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابُ هُدًى** অর্থাৎ জ্ঞান হলো শিকার সাদৃশ আর তা লেখে রাখা হলো তাকে বন্দি করার নামান্তর।

লেখার গুরুত্ব থাকার কারণেই মহানবি (ﷺ) কুরআন মাজিদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুখস্থ করে রাখার পাশাপাশি লিখে রাখার উপর জোর তাগিদ দেন এবং কাতেবে অহি দ্বারা কুরআন মাজিদ লিখে রাখার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে হ্যরত আবু বকর (رض) এবং

উসমান (رض) এর আমলে কুরআন মাজিদ লেখার বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোন এক সাহাবির শোনা বিষয় ভুলে যাওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে নবি করিম সা.

তাকে বলেন, তুমি তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও। অর্থাৎ লিখে রাখ।

হাতের লেখা সুন্দর করা এবং মুখস্থ করা বিষয় দীর্ঘসময় ধরে মনে রাখার জন্য লেখার বিকল্প নাই। তাই কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা ও হাতে লিখে শেখার জন্য নিম্নের সুরাগুলো প্রদত্ত হলো।

২য় পাঠ

সুরাতুল ফিল্যাল (১৯), মদিনায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا [ل] {١} وَأَخْرَجَتِ
الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا [ل] {٢} وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا [ج]
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا [ل] {٤} بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى
لَهَا [ط] {٥} يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَنَاتًا [هـ] لِيُرَدُوا
أَعْمَالَهُمْ [ط] {٦} فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
[ل] {٧} وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [ع] {٨}

৩য় পাঠ

সুরাতুল আদিয়াত (১০০), মদিনায় অবতীর্ণ
রুক্ম সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَدِيلِ ضَبْحًا [।] ॥ ১ ॥ فَالْمُؤْرِيْتِ قَدْحًا [।] ॥ ২ ॥
 فَالْمُغِيْرِتِ صَبْحًا [।] ॥ ৩ ॥ فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا [।] ॥ ৪ ॥
 فَوَسْطَنَ بِهِ جَمْعًا [।] ॥ ৫ ॥ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ [ج]
 وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيْدٌ [ج] ॥ ৬ ॥ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ
 لَشَدِيْدٌ [ط] ॥ ৮ ॥ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثَرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ [।]
 وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ [।] ॥ ১০ ॥ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ
 يَوْمَيْنِ لَخَبِيْرٌ [ع] ॥ ১১ ॥

৪ৰ্থ পাঠ

সুরাতুল কারিয়াহ (১০১), মক্কায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِئَةُ [ل] { ۱ } مَا الْقَارِئَةُ [ج] { ۲ } وَمَا أَدْرَاكَ مَا^১
الْقَارِئَةُ [ط] { ۳ } يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوثِ [ل] { ۴ } وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
[ط] { ۵ } فَمَمَا مَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ [ل] { ۶ } فَهُوَ فِي
عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ [ط] { ۷ } وَمَمَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ [ل]
[ط] { ۸ } فَمَمَّهُ هَاوِيَةٌ [ط] { ۹ } وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَةُ [ط]
{ ۱۰ } نَارٌ حَامِيَةٌ [ع] { ۱۱ }

৫ম পাঠ

সুরাতুত তাকাছুর (১০২), মদিনায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْهُكْمُ التَّكَاثُرُ [ل] { ۱ } حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ [ط] { ۲ } كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُونَ [ل] { ۳ } ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ [ط] { ۴ }
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ [ط] { ۵ } لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ [ل]
{ ۶ } ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ [ل] { ۷ } ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ
يَوْمَيْدِي عَنِ النَّعِيمِ [ع] { ۸ }

৬ষ্ঠ পাঠ

সুরাতুল আসর (১০৩), মকায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -০৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ [ل] { ۱ } إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ [ل] { ۲ }

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا^١
 بِالْحَقِّ [ه] وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [ع] {٣}

৭ম পাঠ

সুরাতুল হুমায়াহ (১০৮), মকাব অবতীর্ণ
 রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -০৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِمَزَّةٍ [ل] {١} الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَةً
 [ل] {٢} يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ [ج] {٣} كَلَّا لَيُنَبَّذَنَّ
 فِي الْحُطَمَةِ [ز] {٤} وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ [ط] {٥} نَارُ
 اللَّهِ الْمُؤَقَّدُهُ [ل] {٦} الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْيَدَةِ [ط] {٧}
 إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَهُ [ل] {٨} فِي عَيْدٍ مُسَيَّدَهُ [ع] {٩}

অনুশীলনী

১। এককথায়/ একবাক্যে উত্তর দাও:

- ক) প্রকৃত ইলেম কোথায় থাকে?
- খ) কোন ধন প্রকৃত ধন নয়?
- গ) সালাতে কুরআন মাজিদ দেখে পড়লে কী হয়?
- ঘ) কুরআন পাঠকারী কত জনের ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবে?
- ঙ) মহানবি (ﷺ) জনৈক সাহাবিকে কোন হাতের সাহায্য নিতে বলেছেন?
- চ) সুরাতুল ফিলযালের আয়াত সংখ্যা কত?
- ছ) সুরাতুল আদিয়াত কোথায় অবস্থীর্ণ হয়?
- জ) সুরাতুল কারিয়ায় কতটি আয়াত রয়েছে?
- ঝ) সুরাতুল তাকাসুর কোথায় নাজিল হয়েছে?
- ঞ) সুরাতুল আসরের আয়াত সংখ্যা কত?
- ট) সুরাতুল হুমায়া কোথায় নাজিল হয়েছে?
- ঠ) জ্ঞানকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) আল্লাহ তায়ালা শান্তি দিবেন না..... মুখস্তকারীর অন্তরকে ।

খ)**وَأَخْرَجَتِ** (أَنْقَالَهَا)

গ)**بِإِنَّ رَبِّكَ****لَهَا**

ঘ)**فَهُوَ فِي****رِّاضِيَةٍ**

ঙ)**لَمْ كُتْسَلْنَ يَوْمَدِي****الْتَّعِيمِ**

চ)**إِنَّ الْإِنْسَانَ****لَكَنُودٌ**

ছ)**الْقِعْ تَطْلُعُ****الْأَفْيَدَة**

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيُ..... জ).....

- বা) সুরাতুল আসরের আয়াত সংখ্যা.....টি ।
 এও) সুরাতুল হুমায়হ নাজিল হয়..... ।

৩। সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ:

- ক) সুরাতুল ফিলযাল কুরআনের কত নং সুরা? ৯৯/ ১০০/ ১০১
 খ) সুরাতুল ফিলযাল কত আয়াত বিশিষ্ট? ০৮/০৯/১০
 গ) সুরাতুল আদিয়াতে কতটি রূকু আছে? ০১টি/ ০২টি/ ০৩টি ।
 ঘ) সুরাতুল কারিয়ায় কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে? মকায়/ মদিনায়/ সিরিয়ায় ।
 ঙ) কোন সুরাটি ০৮ আয়াত বিশিষ্ট? আসর/ তাকাসুর/ হুমায়া ।

৪। নিচের আয়াতগুলোতে হরকত প্রদান কর :

- أ) اذا زللت الارض زلزالها - واجرت الارض انتقالها - وقال
 الانسان مالها -
- ب) ان الانسان لربه ل肯ود - وانه على ذلك لشهيد - وانه لحب
 الخير لشديد -
- ج) يوم يكون الناس كالغراش المبثوث - وتكون الجبال كالعهن
 المنفوش -

د) لترون الجحيم - ثُمَّ لترونها عين اليقين - ثُمَّ لتسئلن يومئذ

- عن النعيم -

هـ) والعصر- ان الانسان لفي خسر - الا الذين امنوا وعملوا

الصحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر -

৫। ডানপাশের আয়াতের অংশের সাথে বাম পাশের আয়াতের অংশ মিল কর:

বাম	ডান	ক্রমিক নং
أَخْبَارَهَا	إِذَا زُلْزِلتِ	01
لَكَنُودُ	فَهُوَ فِي	02
أَخْلَدَةٌ	يَوْمَ يُزِيدُ تَحْرِثُ	03
فِي الصُّدُورِ	فَأُمَّةٌ	04
الْمُوْقَدَة	إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ	05
الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا	يَخْسِبُ أَنَّ مَالَهُ	06
كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ	وَحُصِّلَ مَا	07
تَعْلَمُونَ	تَكُونُ اللَّهُ	08
عِيشَةٌ رَّاضِيَةٌ	وَتَكُونُ الْجِبَائُ	09
هَاوِيَةٌ	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ	10

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ক) সুরাতুল যিলযালের প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতসহ মুখ্য লিখ।
- খ) সুরাতুল আদিয়াতের প্রথম ছয় আয়াত হরকতসহ মুখ্য লিখ।
- গ) সুরাতুল কারিয়ার ৬ নম্বর থেকে ১১ নম্বর আয়াত হরকতসহ মুখ্য লিখ।
- ঘ) সুরাতুল আসর হরকতসহ মুখ্য লিখ।
- ঙ) সুরাতুয যিলযালের শেষ তিন আয়াত হরকতবিহীন মুখ্য লিখ।
- চ) সুরাতুত তাকাছুরের প্রথম চার আয়াত হরকতবিহীন মুখ্য লিখ।
- ছ) সুরাতুল হৃমাযাহর ৬ নম্বর থেকে ৯ নম্বর আয়াত হরকতবিহীন মুখ্য লিখ।
- জ) কুরআন মাজিদ লেখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ঝ) কুরআন মাজিদ মুখ্য করার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা কর।
- ঞ) সুরাতুল যিলযাল সহিহভাবে মুখ্য বল।
- ট) সুরাতুল আদিয়াত সহিহভাবে মুখ্য বল।
- ঠ) সুরাতুল কারিয়াহ সহিহভাবে মুখ্য বল।
- ড) সুরাতুত তাকাছুর সহিহভাবে মুখ্য বল।
- ঢ) সুরাতুল আসর সহিহভাবে মুখ্য বল।
- ণ) সুরাতুল হৃমাযাহ সহিহভাবে মুখ্য বল।

৩য় অধ্যায়

তাজভিদ

শিক্ষক নির্দেশিকা :

শিক্ষক মহোদয় তাজভিদের কায়দাগুলো পড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা এসব কায়দা প্রয়োগ করে সহিহ উচ্চারণ করতে পারে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। বোর্ডে বেশি বেশি উদাহরণ দিয়ে প্রতিটি কায়দা চর্চা করাবেন।

১ম পাঠ

ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব ও ফজিলত

তাজভিদ (تجوید) অর্থ সুন্দর করা। যে নিয়ম-কানুন মেনে কুরআন তেলাওয়াত করলে কুরআন মাজিদের পঠন সুন্দর ও সহিহ হয় তাকে ইলমে তাজভিদ বলে। তাজভিদ শিক্ষা করা সকলের জন্য অপরিহার্য।

মহাঘৃত আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম। এতে মানবজীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই কুরআন মাজিদ পাঠ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তবে তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করা ফরজ। কেননা অশুন্দ তেলাওয়াত করলে বড় গোনাহ হয়। যেমন: হাদিস শরিফে এসেছে-

رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ (كذا في أحياء علوم الدين عن انس رض)

কুরআনের অনেক পাঠক রয়েছে, কুরআন যাদেরকে অভিশাপ দেয়। অর্থাৎ, যারা সহিহভাবে তেলাওয়াত করে না, কুরআন তাদেরকে লানত করে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা সহিহভাবে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন- وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا - (سورة المزمل : ٤٠)

আপনি তারতিল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করুন।

তারতিল বলা হয়- বিশুন্দভাবে আন্তে আন্তে পাঠ করাকে। তাই তাজভিদ অনুযায়ী সহিহভাবে প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করা সকলের কর্তব্য।

২য় পাঠ

মাখরাজ

মাখরাজ (খন্ম) শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো- বের হওয়ার স্থান। ইলমে তাজভিদের পরিভাষায়- আরবি হরফসমূহ যে সকল স্থান থেকে বের হয় বা উচ্চারিত হয়, এই সকল স্থানকে মাখরাজ বলা হয়।

আরবি হরফ মোট ২৯টি। এ ২৯টি হরফের জন্য মোট ১৭টি মাখরাজ রয়েছে। কোনো মাখরাজ হতে একটি হরফ, কোনো মাখরাজ হতে দুটি হরফ, আবার কোনো মাখরাজ হতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। মাখরাজ জানার পদ্ধতি হলো, যে হরফের মাখরাজ জানা দরকার সে হরফের পূর্বে একটি হরকত বিশিষ্ট হামজা (í) ব্যবহার করতে হবে এবং উক্ত হরফে জ্যম (^ / ˘) দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন: ٹـ ڈـ گـ ڻـ

যে স্থানে ঘৰ শেষ হবে, সেটাই সে হরফের মাখরাজ। নিম্নে মাখরাজগুলো তুলে ধরা হলো-

- ১ নম্বর মাখরাজ** : কঠনালীর শুরু হতে ٤-ؑ উচ্চারিত হয়।
- ২ নম্বর মাখরাজ** : কঠনালীর মাঝখান হতে ؔ-ؒ উচ্চারিত হয়।
- ৩ নম্বর মাখরাজ** : কঠনালীর শেষভাগ হতে ؔ-ؒ উচ্চারিত হয়।
- ৪ নম্বর মাখরাজ** : জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে ؕ উচ্চারিত হয়।
- ৫ নম্বর মাখরাজ** : জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগের স্থান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে ؎ উচ্চারিত হয়।
- ৬ নম্বর মাখরাজ** : জিহ্বার মাঝখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে ؒ-ؓ-ؔ উচ্চারিত হয়।
- ৭ নম্বর মাখরাজ** : জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সাথে লেগে ؊ উচ্চারিত হয়।
- ৮ নম্বর মাখরাজ** : জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লেগে ، উচ্চারিত হয়।
- ৯ নম্বর মাখরাজ** : জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে ؕ উচ্চারিত হয়।

- ১০ নম্বর মাখরাজ** : জিহ্বার মাথার উল্টো দিক তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে, উচ্চারিত হয়।
- ১১ নম্বর মাখরাজ** : জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লেগে ৬-১-৩ উচ্চারিত হয়।
- ১২ নম্বর মাখরাজ** : জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সাথে লেগে চ-স জ- উচ্চারিত হয়।
- ১৩ নম্বর মাখরাজ** : জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে ৩-১-৩ উচ্চারিত হয়।
- ১৪ নম্বর মাখরাজ** : নিচের ঠোঁটের পেট উপরের দাঁতের মাথার সাথে লেগে ফ উচ্চারিত হয়।
- ১৫ নম্বর মাখরাজ** : দুঠোঁটের মাঝখান হতে , - ম- প উচ্চারিত হয়।
- ১৬ নম্বর মাখরাজ** : মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের তিনটি হরফ ৫-৩-১ উচ্চারিত হয়।
- ১৭ নম্বর মাখরাজ** : নাকের বাঁশি হতে গুলাহ উচ্চারিত হয়। যেমন: ৱ-ৱ-ৱ- ও-ৱ-ৱ-

তয় পাঠ

মাদ্দ

মাদ্দ (۳۰) শব্দের অর্থ- দীর্ঘ করা। পরিভাষায়- কুরআন মাজিদের হরফগুলোকে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে দীর্ঘ করে পড়াকে মাদ্দ বলা হয়।

মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা:

১. আলিফ (ا) যখন খালি থাকে এবং ডানে যবর থাকে। যেমন: ۴
২. ওয়াও (و) যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানে পেশ থাকে। যেমন: ۵
৩. ইয়া (ي) যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানে যের থাকে। যেমন: ۶

মাদ্দ অনেক প্রকার। এখানে শুধু চার প্রকার মাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। বাকি প্রকারগুলো পরবর্তী শ্রেণিতে আলোচনা করা হবে।

মাদ্দে আসলি (مَدْ أَصْلِي): যবরওয়ালা হরফের পর খালি আলিফ, পেশ ওয়ালা হরফের পর সাকিনওয়ালা ওয়াও এবং যেরওয়ালা হরফের পর সাকিন ওয়ালা ইয়া হলে উক্ত হরফ এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। একে মাদ্দে তবায়ি বা মাদ্দে জাতি বলে। যেমন: تُوْحِيْهَا

১. **মাদ্দে মুত্তাসিল** (مَدْ مُتَّصِل): মাদ্দের হরফের পরে একই শব্দে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুত্তাচিল বলে। ইহা চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন: سَاءَ - جَاءَ
২. **মাদ্দে মুনফাসিল** (مَدْ مُنْفَصِل): মাদ্দের হরফের পরে ২য় শব্দের প্রথমে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বলে। ইহা তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।
যেমন: لَاَعْبُدُ - وَمَا اُنْزِلَ
৩. **মাদ্দে আরেষি** (مَدْ عَارِضِي): মাদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে তাকে মাদ্দে আরেষি বলে। এমতাবস্থায় ডান দিকের হরফকে তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।
যেমন: رَبِّ الْعَلَيْبِينَ - يَرْجِعُونَ

৪ৰ্থ পাঠ

নুন সাকিন ও তানভিন

নুন (ন) -এর উপর সাকিন হলে তাকে নুন সাকিন (نُون سَاكِن) এবং দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে তানভিন (نُون بِنْ) বলে।

নুন সাকিন (ন) তার পূর্বের হরফের সাথে মিলে একত্রে উচ্চারিত হয়। পৃথকভাবে একাকি

উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন: نُون سَاكِن (নুন সাকিন) হাম্যার সাথে মিলে আন (আ'ন) হয়েছে।

অনুরূপ তানভিন কোনো হরফের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। এজন্য তাকে কোনো হরফের সাথে যুক্ত করতে হয়, তখন তানভিনে একটি গুপ্ত নুন উচ্চারিত হয়। যেমন:

ٌ-ٍ-

এখানে নুন গুপ্ত রয়েছে। যার প্রকৃত রূপ হলো আন্ত নুন

নুন সাকিন ও তানভিন পাঠ করার নিয়ম চারটি। যথা:

১. ইয়হার (إِظْهَار)

২. ইকলাব (إِقْلَاب)

৩. ইদগাম (إِدْعَام)

৪. ইখফা (إِخْفَاء)

নিম্নে এ প্রকারণগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো-

১. **ইয়হার (إِظْهَار)** : এর শাব্দিক অর্থ- স্পষ্ট করে পাঠ করা। আর পরিভাষায়- নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হুরফে হালকি তথা ٌ - ٍ - ٤ - ٢ - ١ - এ ছয়টির কোনো একটি আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে তার নিজ মাখরাজ থেকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট উচ্চারণ করাকে ইয়হার বলে। যেমন:

عَذَابُ الْيَمِّ - مِنْ خُوفٍ - مِنْ أَجَلٍ . فَلَا تَنْهَرْ . كُلَّمَا رُزِقُوا
مِنْهَا . لِمَنْ حِمَدَة . وَأَنْحَرْ . مِنْ خَيْرٍ . مِنْ خُوفٍ . أَنْعَثْ . وَلَا نَعَمِكْمُ . مِنْ
خَيْرٍ . مِنْ غِلٍ . طَبِيعًا أَبَا بِيلَ . عَذَابُ الْيَمِّ . كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ

২. **ইকলাব (إِقْلَاب)** : এর শাব্দিক অর্থ- পরিবর্তন করা। আর পরিভাষায়- নুন সাকিন ও তানভিনের পরে বা (ب) হুরফ আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করাকে ইকলাব বলে। এছলে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পাঠ করতে হয়। যেমন:

سَمِيعٌ بَصِيرٌ . مِنْ بَعْدِ . مِنْ مَبَاسٍ . مِنْ مَبْيِنِ الصُّلْبِ وَالْتَّرَائِبِ . مَنْ مَبْخَلٌ

৩. **ইদগাম** (إِدْغَام) : এর শাব্দিক অর্থ- মিলিত করা। আর পরিভাষায়- কোনো শব্দের শেষ ভাগে নুন সাকিন বা তানভিন আসলে এবং তার পরবর্তী শব্দের প্রথম হরফটি হরফটি তথা يِ يُর্মَلُونَ যি তানভিনকে উক্ত হরফের সাথে ইদগাম করে পড়তে হয়। যেমন:

مَنْ يَفْعَلُ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ - كَعَصْفٍ مَا كُوِّلٌ . سُلْطَانًا نَصِيرًا . مِنْ رَحْمَةٍ . مِنْ رَحْمِمِ . مِنْ لَدْنَكَ . عَزِيزٌ رَحِيمٌ . وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَّةٍ لِبَرَّةٍ . يَوْمَ الْقِيَمِ .

এক্ষেত্রে হলে গুল্লাহসহ এবং ও হলে গুল্লাহ ব্যতীত মিলিয়ে পড়তে হয়। ১ম পদ্ধতিকে ইদগাম বিল গুল্লাহ এবং ২য় পদ্ধতিকে ইদগাম বিলা গুল্লাহ বলে।

৪. **ইখফা** (إِخْفَاء) : এর শাব্দিক অর্থ - গোপন করা। আর পরিভাষায়- নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ইখফার হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানভিনকে গুল্লাহর সাথে গোপন করে পাঠ করাকে ইখফা বলে।
ইখফার হরফ ১৫টি। যথা:

ت - ث - ج - د - ذ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك

উদাহরণ :

عَيْنٌ جَارِيَّةٌ . صَفَّا صَفَّا . قَوْمًا ضَالِّينَ . كَشْجَرَةٌ طَيْبَةٌ . وَكَاسَادِهَا قَأْ . يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ . نَفْسًا زَكِيًّا . أَمْرٌ سَلَامٌ . سَبْعًا شَدَادًا . ظِلًا ظَلِيلًا . عُمَيْ فَهْمٌ . رِزْقًا قَالُوا . ظُلْمًا كَثِيرًا .

৫ম পাঠ

মিম সাকিন

মিম (۴) হরফের উপর জ্যম বা সাকিন হলে তাকে মিম সাকিন বলে। মিম সাকিন পাঠ করার নিয়ম তিনটি। যথা:

১. ইজহার (إِظْهَار)

২. ইদগাম (إِدْغَام)

৩. ইখফা (إِخْفَاء)

নিম্নে এসম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. ইজহার (إِظْهَار) :

মিম সাকিনের পরে “বা” (ب) এবং “মিম” (م) ব্যতীত বাকি ২৭ হরফের কোন একটি হরফ আসলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্ট করে পাঠ করাকে ইজহার বলে। যেমন: الْحُمْدُ لِلّٰهِ تَعَالٰى - أَمْ مَنْ خَلَقَ - فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ

২. ইদগাম (إِدْغَام) :

মিম সাকিনের পরে অপর একটি হরকতযুক্ত “মিম” (م) হলে উক্ত মিম সাকিনকে পরবর্তী মিমের সাথে মিলিয়ে গুন্নাহসহকারে পাঠ করাকে ইদগাম বলে।

যেমন: أَمْ مَنْ خَلَقَ - فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ

৩. ইখফা (إِخْفَاء) :

মিম সাকিনের পরে “বা” (ب) হরফ হলে ঐ মিম সাকিনকে গুন্নাহসহকারে পড়াকে ইখফা বলে। উচ্চারণকালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে কিঞ্চিত গুন্নাহ লোপ পায় এবং এক আলিফ হতে দেড় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে ইখফায়ে শাফাবি বলে।

যেমন: وَمَا هُمْ بِيُؤْمِنِينَ - تَرْمِيْهُمْ بِحِجَارَةٍ

৬ষ্ঠ পাঠ

ওয়াজিব গুন্নাহ

ওয়াজিব গুন্নাহ : হরকতের বামে অবস্থিত নুন ও মিম অক্ষরে তাশদিদ যুক্ত হলে উক্ত নুন ও মিম কে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়।

ওয়াজিব গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ হয়। ওয়াজিব গুন্নাহ যথানিয়মে আদায় করা অত্যাবশ্যক। ওয়াজিব গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করা না হলে তেলাওয়াত সহিহ হবে না। ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব গুন্নাহ পরিহার করা হারাম। যেমন- **فِي النَّهْرِ - إِنَّهُ - جَنَاحٌ - مَمْ**

৭ম পাঠ

(রা) হরফ পড়ার বিবরণ

১) (রা) অক্ষরকে দু'নিয়মে পড়তে হয়। যথা: পোর ও বারিক।

ক) , - (রা) হরফ পাঁচ অবস্থায় পোর তথা মোটা করে পড়তে হয়।

(১) , হরফে পেশ বা যবর থাকলে। যেমন- **رَبِّي**

(২) , হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ হলে। যেমন- **بَزْنُم**

(৩) , হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে আরেজি যের হলে। আরেজি যের মূলত যের নয়, বরং সাকিন হরফকে মিলিয়ে পড়ার জন্য আসে। যেমন-

إِلَاهِيْنِ ازْتَفِي

(৪) , হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে যের ও পরের হরফ হুরফে মুন্তালিয়ার কোনো একটি হলে। হুরফে মুন্তালিয়া ৭টি। যথা: ق - خ - غ - ط - ض - ص

مِرْصَادٌ - قُطَّاصٌ

(৫) ওয়াকফের দরুন , হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বে **ي** ছাড়া অন্য হরফ সাকিন বিশিষ্ট হলে এবং সাকিন বিশিষ্ট হরফের ডান দিকের হরফে যবর বা পেশ থাকলে। যেমন- **مِنْ كُلِّ أُمُرٍ - لَغْيُ خُسْرٍ**

খ) , হরফ চার অবস্থায় বারিক তথা পাতলা করে পড়তে হয় । যথা-

(১) হরফে যের হলে । যেমন- **الْقَارِئُ - قَرِيبٌ**

(২) হরফে সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে আসলি তথা মৌলিক যের হলে । যেমন-

فَذَكَرُ - فَاصِدٌ

(৩) ওয়াকফ করার সময় , হরফের ডানে যু সাকিন হলে ও যু সাকিনের পূর্বের হরফে যবর হলে । যেমন **حُمْرٌ - حُمْرٌ**

(৪) ওয়াকফ করার সময় , হরফের ডানে যু ছাড়া অন্য হরফে সাকিন হলে ও সাকিন বিশিষ্ট হরফের ডানে যের হলে । যেমন- **وَلَأِنْدُ - لِدِنْدِ حِجْرٍ**

৮ম পাঠ

اللّٰهُ (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম) পড়ার বিবরণ

اللّٰهُ (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম) দুনিয়মে পড়তে হয় । পোর ও বারিক ।

ক. পোর পড়ার নিয়ম:

اللّٰهُ শব্দের লামের পূর্বের অক্ষরে যদি যবর বা পেশ থাকে, তাহলে আল্লাহ শব্দের লামকে পোর তথা মোটা করে পড়তে হয় । যেমন- **اللّٰهُ الصَّمَدُ - نَصَرَ كُمَّ اللّٰهُ**

খ) বারিক পড়ার নিয়ম:

اللّٰহُ শব্দের লামের পূর্বের অক্ষরে যদি যের থাকে, তাহলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারিক তথা পাতলা করে পড়তে হয় । যেমন- **بِاللّٰهِ - أَعُوذُ بِاللّٰهِ**

অনুশীলনী

১। এককথায় উত্তর দাও :

- ক. তাজভিদ অর্থ কী ?
- খ. তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করার হুকুম কী ?
- গ. কুরআন মাজিদ ভুল পাঠ করলে কী হয় ?
- ঘ. মাখরাজ অর্থ কী ?
- ঙ. মাখরাজ মোট কয়টি ?
- চ. কর্তৃনালীর শুরু হতে কী কী অক্ষর উচ্চারিত হয় ?
- ছ. গুরুহ কোথা থেকে উচ্চারিত হয় ?
- জ. মাদ্দ অর্থ কী ?
- ঝ. মাদ্দের হরফ কয়টি ও কী কী ?
- ঝঃ. মাদ্দে আসলি কয় আলিফ টানতে হয় ?
- ট. মাদ্দে আরজি কয় আলিফ টানতে হয় ?
- ঠ. মাদ্দে মুনফাসিল কয় আলিফ টানতে হয় ?
- ড. মাদ্দে মুত্তাসিল কয় আলিফ টানতে হয় ?
- ঢ. তানভিন কাকে বলে ?
- ড. নুন সাকিন ও তানভিনের কায়দা কয়টি ও কী কী?
- ণ. ইজহার অর্থ কী ?
- ত. ইকলাবের হরফটি কী ?
- থ. ইদগাম কত প্রকার ?
- দ. ইখফার হরফ কয়টি ?
- ধ. মিম সাকিনের কায়দা কয়টি ও কী কী?
- ন. কোন কোন হরফে তাশদিদ হলে গুরুহ করা ওয়াজিব হয় ?
- প. “রা” হরফকে কত অবস্থায় পৌর পড়তে হয় ?
- ফ. “রা” হরফকে কত অবস্থায় বারিক পড়তে হয় ?
- ব. আল্লাহ শব্দের লামকে কখন মোটা করে পড়তে হয় ?
- ভ. আল্লাহ শব্দের লামকে কখন বারিক করে পড়তে হয় ?

২। সঠিক উত্তরটি লেখ :

- ক. তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পড়ার হুকুম কী? ফরজ /ওয়াজিব/ সুন্নাত
- খ. আরবি হরফের মাখরাজ মোট কয়টি? ১৯টি / ১৭টি / ১৬টি
- গ. দুই ঠোঁটের মাঝখান হতে উচ্চারিত হয় কোন হরফটি ? জ/ঁ/ু/ঃ
- ঘ. মাদ্দে মুন্তাসিল টানতে হয় কত আলিফ ? এক/ তিন/ চার
- ঙ. নুন সাকিন ও তানভিনের কায়দা মোট কয়টি ? তিন/ চার / পাঁচ
- চ. ইদগাম কত প্রকার ? ২/ ৩/ ৪
- ছ. ইখফার হরফ কোনটি ? য/ ব/ থ
- জ. নুনের উপর তাশদিদ হলে কী করতে হয় ? গুন্নাহ/ পোর/ বারিক
- ঝ. রা হরফে পেশ হলে তা কিভাবে উচ্চারিত হয় ? মোটা / পাতলা / মাঝামাঝি
- ঝঃ. আল্লাহ শব্দের পূর্বে যের থাকলে তার লাম হরফ কিভাবে উচ্চারিত হয়? মোটা/পাতলা/ গুন্নাহ।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক. তাজভিদ মানে ।
- খ. অশুন্দ পাঠকারীকে কুরআন দেয় ।
- গ. অর্থ বের হওয়ার স্থান ।
- ঘ. মুখের খালি স্থান থেকে উচ্চারিত হয় হরফ ।
- ঙ. মাদ্দে আছলির অপর নাম মাদ্দে ।
- চ. দুই যবব, দুই যের ও দুই পেশকে বলে ।
- ছ. নিন্ফقون শব্দটি এর উদাহরণ ।
- জ. মিম সাকিনের পরে মিম আসলে করতে হয় ।
- ঝ. “রা” হরফে যবর থাকলে করে পড়তে হয় ।
- ঝঃ. “রা” হরফে যের থাকলে করে পড়তে হয় ।

৪। নিম্নের শব্দসমূহের দাগ দেয়া অংশের তাজভিদের কায়দা বর্ণনা কর :

لَا أَعْبُدُ[ۖ] اولئك - رَبُّ الْعَالَمِينَ - مَن يَفْعُلُ - اَنْعِيْتُ - عَذَابَ الْيَمِ - يَنْفَقُونَ -
سَبِيعَ بَصِيرٍ - اَمْ مِنْ خَلْقٍ - تَرْمِيْهُم بِحَجَارَةٍ - اَنَّ - مَرْصَادٍ - فَرْعَوْنَ -
رَسُولُ اللَّهِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - خَيْرٍ - يَرْجِعُونَ -

৫। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল কর :

বাম	ডান
তাজভিদ অর্থ	৩টি
মাখরাজ	ফরজ
ৱর্ণে যবর হলে	মোট ১৭টি
তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া	সুন্দর করা
মাদ্দের হরফ	৪টি
১/৫ এ তাশদিদ হলে	৩টি
নুন সাকিনের আহকাম	পোর হবে
মিম সাকিনের বিধান	ওয়াজিব গুনাহ

৬। রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

- ইলমে তাজভিদ কাকে বলে ? এর গুরুত্ব আলোচনা কর।
- মাখরাজ কাকে বলে ? ১নং থেকে ৫নং মাখরাজ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দে আছলি উদাহরণসহ আলোচনা কর।
- মাদ্দ মুত্তাছিল, মুনফাছিল ও মাদ্দে আরয়ি উদাহরণসহ আলোচনা কর।
- নুন সাকিন ও তানভিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।
- মিম সাকিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।
- “রা” হরফকে পোর পড়ার স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- “রা” হরফকে বারিক পড়ার স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- আল্লাহ (ﷻ) শব্দের লামকে পোর ও বারিক পড়ার নিয়মগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

নমুনা প্রশ্ন

বার্ষিক পরীক্ষা

ইবতেদায়ি ৪৬ শ্রেণি

বিষয় : কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

পূর্ণাঙ্গ: ১০০

সময়: ২ ঘণ্টা

লিখিত: ৬০

১। এককথায় / একবাক্যে উত্তর দাও:

- ক. কুরআন মাজিদ কী ?
 গ. মক্কি সুরার সংখ্যা কত ?
 ঙ. জামেউল কুরআন কাকে বলা হয় ?
 ছ) সুরাতুল আসরের আয়াত সংখ্যা কত?
 বা. তাজভিদ অর্থ কী ?

২। হরকতসহ মুখ্য লেখ (যে কোনো ১টি):

- ক) সুরাতুল ফিলালের প্রথম পাঁচ আয়াত

৩। হরকত ছাড়া মুখ্য লেখ (যে কোনো ১টি):

- ক) সুরাতুল আসর

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর:

- ক) وَأَخْرَجَتِ.....أَنْقَلَهَا
 گ) ثُمَّ كَسْتَلَنَ يَوْمِيْلِ.....الْتَّعِيْمِ ()
 ঙ) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي.....()

৫। যে কানো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

- ক. ইলমে তাজভিদের পরিচয় ও শুরুত্ব সম্পর্কে লেখ। খ. মিম সাকিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।
 গ. মাদ্দে মুভাসিল ও মুনফাসিলের সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।

৭। নিচের শব্দসমূহের দাগ দেয়া অংশের তাজভিদের কায়দা বর্ণনা কর (যে কোনো ৫টি): $5 \times 2 = 10$ فرعون . يرجعون . عذاب اليم . ينفقون . سبعة بصير . امر من خلق

মৌলিক : ৪০

১। দেখে দেখে পড়:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ [لَا] (١) قُمِ الْلَّيْلَ إِلَّا قَبِيلًا [لَا] (٢) تُصْفَةٌ أَوْ نَفْضٌ مِنْهُ قَبِيلًا [لَا] (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرِتَّلِ الْقُرْآنَ
 تَرْتِيلًا [ط] (٤) إِنَّ سَنْلِقَ عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا (٥) إِنَّ تَأْشِيَّةَ الْلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَظَاهَرًا قَوْمُ قَبِيلًا [ط] (٦)

২। সুরাতুল কারিয়াহ মুখ্য বল।

১০

৩। ج , س , চ এর মাখরাজ বল।

১০

৪। এককথায় উত্তর দাও:

- ক. কুরআন মাজিদের প্রথম সুরার নাম কী?
 গ. জ্ঞানকে কিসের সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে?
 ঙ. “রা” হরফকে কত অবস্থায় বারিক পড়তে হয়?

- খ. কাতেবে অহির সংখ্যা কত জন?
 ঘ. সুরাতুল তাকাসুর কোথায় নাজিল হয়েছে?

 $5 \times 2 = 10$

শিক্ষক নির্দেশিকা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে মানবজীবনের সকল বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ মহাত্মে যেমনিভাবে মানব জীবনের আত্মিক বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তেমনিভাবে মানুষের পার্থিব কর্মকাণ্ডের স্পষ্ট বিধানাবলির বিবরণও দেয়া হয়েছে। কুরআন মাজিদের এসব বিষয়াবলি জানার জন্য কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যিক। এ উদ্দেশ্যেই মাদরাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআন মাজিদকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে কিন্তু মানবজীবন গতিশীল এবং তার কর্মকাণ্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল হওয়ায়, শিক্ষাদান ব্যবস্থাও বিশ্বব্যাপী আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সেজন্য বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নেতৃত্ব শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে কুরআন মাজিদ শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবনঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসূ এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিকমনক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক ও সৎ ও যোগ্য সুনাগরিক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই পাঠ্য পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে কারিকুলামের নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন মাজিদের উপর একটি ভূমিকা, মুখ্য করণের জন্য কয়েকটি সুরা, নাজেরা পড়ার জন্য কয়েকটি সুরা দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়/পাঠশেষে অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটির শেষ ভাগে তাজভিদ অংশ সংযোজন করা হয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও সমানিত শিক্ষকের জন্য নিচে কিছু পরামর্শ প্রদান করা হলো:

- ১। কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম বিধায় তা সর্বদা স্পর্শ ও তেলাওয়াত অযুর সাথে হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা জরুরি।
- ২। পুস্তকটির পাঠ আরম্ভ করার সময় ১/২টি ক্লাসে কুরআনের মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব উপস্থাপন করা প্রয়োজন। যাতে শিক্ষার্থীদের মনে গ্রহণ্তি অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- ৩। পুস্তকটির প্রতি অধ্যায় বা পাঠে উল্লেখিত শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসারে পাঠদান করা প্রয়োজন।
- ৪। প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা।
- ৫। শিক্ষার্থীদেরকে সূরাগুলো শিক্ষাদানের সময় তাজভিদের উপর গুরুত্বারূপ করতে হবে। তাজভিদের নিয়মগুলো বোর্ডে লিখে শেখাতে হবে।
- ৬। বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা ছাড়াও পার্কিং ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ৭। প্রকৃতপক্ষে একজন কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের নিজস্ব উত্তাবিত কৌশলের কোন বিকল্প নেই। কাজেই একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকই তার শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জনে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন।

সমাপ্ত

২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৪র্থ-কুরআন

ক্ষমা করা উত্তম কাজ
-আল কুরআন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য